

*কালীপুজোয় কৌন্তেয় সিনহা ভক্তি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক চমৎকার উদযাপনের আয়োজন করলেন। 'মা ঘরে ফিরছেন' শিরোনামে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত রাশিয়ার কনসাল জেনারেল ম্যাক্সিম কোজলভ এবং 'অ্যালায়ঁস ফ্রঁসেজ দ্যু বেঙ্গল', কলকাতার পরিচালক নিকোলাস ফাসিনো। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মেধা দত্ত, অঙ্গনা রায়, ফালাক রশিদ রায়, সুস্মিতা রায় ও অনুষা বিশ্বনাথন, চলচ্চিত্র নির্মাতা শিলাদিত্য মৌলিক, মডেল ও টেলিভিশন অভিনেত্রী পৌলমী দাস মজুমদার, অভিনেতা নীল ভট্টাচার্যসহ আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।*

# ধনতেরাস, দীপাবলি ও ভাইফোঁটার চাহিদায় ফ্লিপকার্ট মিনিটসে ৩ গুণ বেড়েছে অর্ডার

**কলকাতা :** ধনতেরাস, দীপাবলি থেকে শুরু করে ভাইফোঁটার উপহার কেনাকাটায় ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ই নভেম্বরের মধ্যে ফ্লিপকার্টের কুইক কমার্স পরিষেবা ফ্লিপকার্ট মিনিটস-এ অর্ডার বেড়েছে ৩ গুণ। মূলত উৎসবের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ঘর ও রান্নাঘরের সামগ্রী, ঘর সাজানোর জিনিস এবং উপহারের বিপুল চাহিদাই এই বৃদ্ধির মূল কারণ।সবচেয়ে বেশি বিক্রি বেড়েছে প্রদীপের প্রায় ১২ গুণ। এর পাশাপাশি তোরণ, রঙের গুঁড়ো (রঙ্গোলির রঙ), টুনি লাইট (রাইস লাইট) এবং সুতির সলতেরও দারুণ চাহিদা ছিল। ঘর সাজানোর সামগ্রীর বিক্রি বেড়েছে ৫ গুণ, যার মধ্যে ডিনার সেট ও ফ্লোর ল্যাম্পের চাহিদা ছিল চোখে পড়ার মতো। ধনতেরাসের শুভ উপলক্ষে সোনার কয়েন ও বারের বিক্রি বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। অন্যদিকে জুসার মিক্সার, এয়ার ফ্রায়ার ও ইন্ডাকশন ওভেনের মতো রান্নাঘরের বৈদ্যুতিক সামগ্রীর বিক্রি বেড়েছে ১০ গুণ যা স্পষ্ট করে দেয় যে সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বাইরেও গ্রাহকরা এখন কুইক কমার্সের ওপর ভরসা করছেন। দীপাবলির উদযাপন বাড়ার সাথে সাথে পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন কাঠের চৌকি, পুজোর কাপড়, যজ্ঞের উপকরণ, পুজোর থালি সেট, ধূপকাঠি ও ধূপের বিক্রি বেড়েছে ৪ গুণ। এছাড়া উপহার দেওয়ার জন্য সুগন্ধি (ডিওডোরেন্ট ও পারফিউম) এবং গিফট হ্যাম্পারের বিক্রি বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি।উৎসবের কেনাকাটায় মিষ্টি ও নোনতা স্ন্যাক্স বরাবরের মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। গ্রাহকরা যেমন ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি ও খাবারের স্বাদ নিয়েছেন, তেমনই ঝুঁকেছেন স্বাস্থ্যকর বিকল্পের দিকেও। ফ্লিপকার্ট মিনিটস তাদের মিষ্টির তালিকা আড়াই গুণ (২.৫ গুণ) বাড়ায়, যার মধ্যে ছেড়াস, ওম সুইটস এবং বলরাম মল্লিকের মতো স্থানীয় পছন্দের ব্র্যান্ডগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্স ও মিষ্টির অর্ডার গত উৎসবের মরসুমের তুলনায় বেড়েছে ৩ গুণ; যার পেছনে মূল ভূমিকা ছিল স্বাস্থ্যকর চিপস, নিমকি-চানাচুর, কম মিষ্টি ও চিনি ছাড়া তৈরি মিষ্টি, খেজুরের মিষ্টি এবং আইসক্রিমের ব্যাপক চাহিদা।অর্ডারের নিরিখে বেঙ্গালুরু, দিল্লি, কলকাতা এবং মুম্বাইয়ের মতো শহরগুলি শীর্ষে ছিল। অন্যদিকে এই সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির (টায়ার ২ ও ৩) শহরগুলির মধ্যে জিরাকপুর, মহীশূর, ভিওয়াড়ি এবং আম্বালা দ্রুত বৃদ্ধির বাজার হিসেবে উঠে আসে। গত ১লা নভেম্বর অর্ডারের সংখ্যা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায়।

# বার্জার পেইন্টস ,এর ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল

**কলকাতা ঃ** ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে অপারেশন থেকে আয় ছিল ৩,২০০.৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ২,৮২৭.৫ কোটি টাকা; গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৩.২শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে অন্যান্য আয় বাদে ছিল ৩৭০.৭ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ৩৫২.৩ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.২শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে নিট লাভ ছিল ২১৭.১ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ২০৬.৪ কোটি টাকা; গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.২শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে।থ. ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে অপারেশন থেকে আয় ছিল ২,৭৫০.১ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ২,৪৫৮.৫ কোটি টাকা; গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১১.৯শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে (অন্যান্য আয় বাদে) ছিল ২৯৭.৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ৩১১.২ কোটি টাকা; গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৪শতাংশ হ্রাস প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া ত্রৈমাসিকে নিট লাভ ছিল ১৬৩.৩ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ১৭৬.৩ কোটি টাকা; গত বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৩শতাংশ হ্রাস প্রতিনিধিত্ব করে।গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৫২১.৪ কোটি টাকা ছিল, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৩শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে অপারেশন থেকে আয় ছিল ৬,৭৮৪.১ কোটি টাকা, গত বছরের একই সময়ে ছিল ৬,০২৮.৩ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে।৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে ক্সক্সজ্জঙ্গঙ (অন্যান্য আয় বাদে) ছিল ৯৭৮.১ কোটি টাকা, গত বছরের একই সময়ে ছিল ৮৮০.৭ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.১শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে।৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে নিট লাভ ছিল ৬২২.১ কোটি টাকা, গত বছরের একই ত্রৈমাসিকে ছিল ৫২১.৪ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯.৩শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে অপারেশন থেকে আয় ছিল ৫,৯৭৬.৭ কোটি টাকা, গত বছরের একই সময়ে ছিল ৫,৩২১.১ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৩শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে (অন্যান্য আয় বাদে) ছিল ৮৫৯.৮ কোটি টাকা, গত বছরের একই সময়ে ছিল ৮১০.৭ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.১শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ সমাপ্ত হওয়া অর্ধবার্ষিকে নিট লাভ ছিল ৫৩২.০ কোটি টাকা, গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪৭০.০ কোটি টাকা; যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.২শতাংশ বৃদ্ধি প্রতিনিধিত্ব করে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার ভালো পারফরম্যান্সের কারণে সামগ্রিক আয়ে ১৩.২শতাংশ এবং অপারেটিং প্রফিটে ৫.২শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।কাঁচামালের ধারাবাহিক মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলায় পর্যায়ক্রমে দাম বাড়ানোর পদক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে।এই ত্রৈমাসিকে তরং বানা রহেদ কর্পোরেট ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে, যা সকল শ্রেণীর দর্শকের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে মার্কেট শেয়ার স্থিতিশীল রয়েছে। ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেডের এমডি এবং সিইও অভিজিৎ রায় বলেন, ক্ষআমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে একটি ধারাবাহিক পারফরম্যান্স বজায় রেখেছি, যা সাময়িকভাবে একটি মন্দার ত্রৈমাসিক হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে ১৩.২শতাংশ এবং একক ভাবে ১১.৯শতাংশ আয়ের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছি। সেপ্টেম্বর ২০২৬ সমাপ্ত ৬ মাসের জন্য আমাদের আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল সামগ্রিক ভাবে ১২.৫শতাংশ এবং একক ভাবে ১২.৩শতাংশ।কাঁচামালের খরচে ব্যাপক বৃদ্ধির কারণে অপারেটিং প্রফিট প্রভাবিত হয়েছে, যার পূর্ণ প্রভাব এই ত্রৈমাসিকে দেখা গেছে। আমরা সফলভাবে আমাদের নতুন কর্পোরেট ক্যাম্পেইন তরং বানা রহেদ চালু করেছি, যার ফলে এই ত্রৈমাসিকে বিজ্ঞাপনের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুটি বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে এই ত্রৈমাসিকে একক ভিত্তিতে অপারেটিং প্রফিট সামান্য ৪.৪শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। প্রথম অর্ধবার্ষিকে আমাদের অপারেটিং প্রফিটের প্রবৃদ্ধি ছিল সামগ্রিক ভাবে ১১.১শতাংশ এবং একক ভাবে ৬.১শতাংশ। আমাদের সমস্ত সহায়ক সংস্থা এবং যৌথ উদ্যোগ, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই, আয় এবং অপারেটিং প্রফিটে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির ধারা কমার কোনো লক্ষণ না থাকায়, আমাদের মুনাফার মার্জিন স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পরিচালন ব্যয় কমানোর উদ্যোগ বাস্তবায়নের পাশাপাশি, নভেম্বর ও তার পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কয়েক দফায় দাম বাড়ানো হবে। বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিরতা, ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, কাঁচামালের যোগান ও মূল্যের অস্থিরতা নিকট ভবিষ্যতে মার্জিনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে।

# মঞ্চস্থ হল 'ডাকঘর' ও 'প্রাণকেষ্টর প্রাণান্ত'



**কলকাতাঃ** চণ্ডীতলা প্রম্পটার-এর প্রযোজনায় ও প্রদীপ রায় এর নির্দেশনায় সম্প্রতি শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ হল দুটি ভিন্ন স্বাদের নাটক। প্রথম নাটকটি মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রূপক নাটক 'ডাকঘর'। যার কেন্দ্রবিন্দু তে অমল। সে এক অসুস্থ বালক। কবিরাজের কড়া নির্দেশে সে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি। তবে ঘরের খোলা জানালাটিই তার বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। জানলার ধারে বসে সে দইওয়ালা, প্রহরী, ছোট্ট বালিকা সুধা ও বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের প্রতিদিনের সাধারণ কাজের মধ্যেই অমল খুঁজে পায় রোমাঞ্চ ও আনন্দের ছোঁয়া। ঘরের উল্টো দিকে রাজার নতুন ডাকঘর তৈরি হয়। অমল বিশ্বাস করতে শুরু করে, রাজা তাকেও একদিন চিঠি পাঠাবেন। তবে এই চিঠি কিন্তু আত্মার চিরন্তন মুক্তির প্রতীক। নাটকের শেষে অমলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাজার কবিরাজ এসে ঘরের সব রুদ্ধ জানলা খুলে দেন এবং ঘোষণা করেন স্বয়ং রাজা আসছেন। অমল তখন এক শান্তিময় নিদ্রায় ঢলে পড়ে। এ নাটক পার্থিব সীমানা অতিক্রম করে অনন্ত মুক্তির আলোয় পৌঁছানোর এক অনুপম আখ্যান। নাটকে অমল চরিত্রে দেবজ্যোতি রায় এর অভিনয় মুগ্ধ করে। মাধব দত্ত'র ভূমিকায় প্রদীপ রায়, ঠাকুরদা-রানা, দইওয়ালা-রৌনক মুখার্জী, প্রহরী-শুভম দাস, সুধা-অনু রায়, মোড়ল-নীলাদ্রি রায় প্রমুখ যথাযথ। এছাড়াও অভিনয়ে ছিলেন (ছেলের দল) শুভজ্যোতি মুখার্জী, শুভজ্যোতি রায়, সৃজা বিশ্বাস। কবিরাজ-বাসুদেব ব্যানার্জী, রাজ কবিরাজ-সমীর রায়, রাজার দূত-তোতন চক্রবর্তী। আলোক ও মঞ্চ পরিকল্পনায় চঞ্চল আচার্য, পোশাক পরিকল্পনায় প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, রূপসজ্জায় আদিত্য ভট্টাচার্য, আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় অয়ন রায় এবং শব্দ প্রক্ষেপণে আরাত্রিকা চৌধুরী। পরবর্তী নাটক ছিল শিবরাম চক্রবর্তীর গল্প অবলম্বনে 'প্রাণকেষ্টর প্রাণান্ত'। এই নাটকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন গীতা দাস। যা নির্দেশনায় ছিলেন সুমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র প্রাণকেষ্ট। তিনি একজন ছাপোষা, নিরীহ ও সাদাসিধে মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী। টানাটানির সংসারে কোনোমতে দিন গুজরান। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় যখন তার বাড়িতে ঘন ঘন আত্মীয়দের আনাগোনা বাড়ে। প্রাণকেষ্টর স্ত্রী অনু তার স্বামীর আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আত্মীয়দের আমন্ত্রণ জানায়। এই কারণে অতিথি সেবা করতে গিয়ে প্রাণকেষ্টকে প্রতিনিয়ত বিপাকে পড়তে হয়। পরিস্থিতি চরমে ওঠে যখন বাড়িতে হাজির হয় তার অলস, কর্মহীন ভগ্নিপতি নিরঞ্জন। সে এলেই মাসের পর মাস পড়ে থাকে। তখন স্থান সঙ্কুলানে প্রাণকেষ্টর জায়গা হয় মশার উপদ্রব আর ধুলোবালিতে ভরা অন্ধকার কয়লা ঘরে। একদিন ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখে তার তিন পূর্বপুরুষ;ধিনিকেষ্ট, হরেকেষ্ট এবং কালিকেষ্ট কে। অদ্ভুত ভাবে তারা স্বপ্নে এসে প্রাণকেষ্টকে এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার উপায় বাতলে দেয়। কেউ বলে বলির পাঁঠার মতো বলি চড়িয়ে দিতে, কেউ বলে হরিনাম গাইয়ে সর্বস্ব কেড়ে গলায় কণ্ঠি ঝুলিয়ে দিতে, আবার কেউ পরামর্শ দেয় চায়ের দোকানে ক্রীতদাসের মতো বেচে দিতে। এরপর যখন প্রাণকেষ্টর ঘুম ভাঙে, তখন তার মধ্যে এক ভয়ানক পরিবর্তন ঘটে। চোখ-মুখ লাল করে, হাতে ধারালো বঁটি নিয়ে সে আত্মীয়দের কাউকে বলি দেওয়ার, কাউকে খেয়ে ফেলার আবার কাউকে বেচে দেওয়ার হুমকি দেয়। প্রাণকেষ্টর এই উগ্র ও উন্মাদ রূপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে নিরঞ্জন, ইলা এবং বাকিরা বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেয়। সবাই পালিয়ে যেতেই মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে প্রাণকেষ্ট। মুচকি হেসে সে অনুকে জানায়;ভয়ের কিছু নেই। আত্মীয়দের হাত থেকে রেহাই পেতেই সে এইসব ভয়ানক কাণ্ডকারখানা করেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর এমন একটি মজার নাটকে সকলের অভিনয়ও যে মনে ধরবে, এটাই স্বাভাবিক।

প্রাণকেষ্টর চরিত্রে প্রদীপ রায় এর অভিনয় বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর কমিক অভিনয় দর্শকদের আনন্দ দেয়। নিরঞ্জন চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য, অনু-তমসা ঘোষ, ইলা-সপ্তবর্ণা আলু, ইতু-আরাত্রিকা চৌধুরী, ধিনিকেষ্ট-আদিত্য নারায়ণ ভট্টাচার্য, হরেকেষ্ট-সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কালিকেষ্ট-রানা, মহিমা-পূর্ণিমা।

# জেনারেল ম্যানেজার এর যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য উদ্যোগে দীপাবলি ও ছট পূজা ২০২৬ উপলক্ষে পূর্ব রেলের ব্যাপক প্রস্তুতি



**কলকাতাঃ** ২০২৬ সালের দীপাবলি ও ছট পূজার সময় উৎসবের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে এবং নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের বিশেষ উদ্যোগে চারটি ডিভিশনে (হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা) সার্বিক পরিচালন, নিরাপত্তা, নজরদারি এবং যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দীপাবলি ও ছট পূজার সময় পূর্ব রেলে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থাদির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঞ্জ উৎসবের মরশুমে বিপুল সংখ্যক যাত্রীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য পূর্ব রেল ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৯০১টি টিওডি স্পেশাল ট্রেনের ট্রিপ চালুর নির্দেশিকা জারি করেছে, যা ২০২৫ সালের ৭৫০টি ট্রিপের তুলনায় ২০.১৩ শতাংশ বেশি। সংরক্ষিত বিশেষ ট্রিপ বাড়িয়ে ৬২৬টি করা হয়েছে (২৪১টি পূর্ব রেলের প্রারম্ভিক/টার্মিনেটিং, ২৬৪টি অন্যান্য রেলওয়ের প্রারম্ভিক/টার্মিনেটিং এবং ১২১টি মধ্যবর্তী/পাসিং ট্রেন)। অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রিপ বাড়িয়ে ২৭৫টি করা হয়েছে (২১৫টি পূর্ব রেলের প্রারম্ভিক/টার্মিনেটিং এবং ৬০টি অন্যান্য রেলওয়ের প্রারম্ভিক/টার্মিনেটিং ট্রেন)। রাত্রিকালীন বিশেষ শহরতলি পরিষেবাঞ্জ কালীপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে (৮ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৬) শিয়ালদহ ডিভিশনে রাত্রিকালীন শহরতলি ট্রেন পরিষেবা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে (৮টি থেকে বাড়িয়ে ১২টি করা হয়েছে)। হোল্ডিং স্পেস বৃদ্ধিঞ্জ সমস্ত প্রধান টার্মিনালে মোট যাত্রী হোল্ডিং এরিয়া ৩২.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১,৪৫,১৭৭ বর্গফুট করা হয়েছে (২০২৫ সালে যা ছিল ১,০৯,১৭৭ বর্গফুট)। প্রধান প্রধান হোল্ডিং জোনগুলোর মধ্যে রয়েছে হাওড়া (৮৩,২৫০ বর্গফুট), শিয়ালদহ (২৮,৮২৭ বর্গফুট), আসানসোল (২৯,৪৫০ বর্গফুট) এবং মালদা (৩,৬৫০ বর্গফুট)। বাণিজ্যিক কর্মী মোতায়েনঞ্জ যাত্রীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন ডিভিশনে অতিরিক্ত বাণিজ্যিক কর্মী নিয়োগের হার ২২.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যেখানে কর্মীর সংখ্যা ৩৫৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৩৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে।টিকিটের লাইনে অপেক্ষার সময় কমাতে বিশেষ অসংরক্ষিত টিকিট কাউন্টার ও মোবাইল টিকেটিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে অসংরক্ষিত কাউন্টার বাড়িয়ে ২৫টি এবং মোবাইল টিকেটিং পয়েন্ট ১৬টি করা হয়েছে। উপরন্তু, ৩টি শিফটে সহায়ককর্মী (ফ্যাসিলিটেটর) চালিত ৩৯টি অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন এবং ১৬ জন এমইউটিএস সহায়ক দায়িত্বে রয়েছেন। এর পাশাপাশি ১০ জন অতিরিক্ত সহায়ককে রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশনে অসংরক্ষিত কাউন্টার বাড়িয়ে ২৮টি এবং মোবাইল টিকেটিং ব্যবস্থা ২১টিতে উন্নীত করা হয়েছে। শিয়ালদহ, কলকাতা, নৈহাটি, বারাসাত এবং কৃষ্ণনগর সিটি জংশন স্টেশনে বিশেষ কাউন্টার, এমইউটিএস এবং এটিভিএম সক্রিয় রয়েছে। আসানসোল ও মালদা ডিভিশনে আসানসোল, জসিডি, দুর্গাপুর, মধুপুর এবং ভাগলপুর স্টেশনে অতিরিক্ত ইউটিএস ও এমইউটিএস কাউন্টার চালু করা হয়েছে। উন্নত সুরক্ষা, সার্বিক নিরাপত্তা ও সার্বক্ষণিক (২৪/৭) ওয়ার রুম নজরদারি। সিসিটিভি নজরদারি হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা ও আসানসোল ডিভিশনের প্রধান প্রধান স্টেশনগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা ২৪.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১,৩০৬টিতে উন্নীত করা হয়েছে। আরপিএফ কর্মীঞ্জ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মোট মোতায়েন ১১.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১,৩৭৯ জন করা হয়েছে। সশস্ত্র কুইক রেসপন্স টিম ও এসকর্টঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক সরঞ্জামসহ কিউআরটি, ডগ স্কোয়াড এবং লাগেজ স্ক্যানার মোতায়েন করা হয়েছে। মহিলা কর্মীসহ দুই সদস্যের আরপিএফ দল দ্বারা রাত্রিকালীন লোকাল ট্রেনগুলোতে এসকর্ট প্রদান করা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক অপারেশনাল কন্ট্রোল ও ওয়ার রুমঞ্জ স্টেশন চত্বরে ভিড় এবং ট্রেন চলাচলের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি বজায় রাখতে পূর্ব রেলের সদর দপ্তর এবং সমস্ত ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারে (হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা) সার্বক্ষণিক ওয়ার রুম ও কন্ট্রোল রুম নিরবচ্ছিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাঞ্জ ফুট ওভারব্রিজ, এস্কেলেটর এবং লিফটে ভিড় জমা আটকাতে নির্দিষ্ট কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। ফুট ওভারব্রিজে যাত্রীদের আকস্মিক হুড়োহুড়ি এড়াতে শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান। চিকিৎসা প্রস্তুতিঞ্জ হাওড়া, শিয়ালদহ, বর্ধমান, রামপুরহাট, কলকাতা, বিধাননগর, দমদম, কল্যাণী, আসানসোল, জসিডি, মধুপুর, মালদা টাউন, ভাগলপুর, সাহেবগঞ্জ এবং জামালপুরসহ প্রধান স্টেশনগুলোতে জরুরি চিকিৎসা কক্ষ (ইমার্জেন্সি মেডিকেল রুম), ২৪অ৭ মেডিকেল বুথ, কুইক রেসপন্স মেডিকেল টিম এবং সার্বক্ষণিক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। নিবিড় ও যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতাঞ্জ প্ল্যাটফর্মে দৈনিক যান্ত্রিক পরিচ্ছন্নতা, ভিড়ের সময়ে বিশেষ স্যানিটেশন ড্রাইভ, নিয়মিত বর্জ্য নিষ্কাশন এবং পানীয় জলের ট্যাঙ্কে ক্লোরিনেশন পরীক্ষা কঠোরভাবে তদারকি করা হচ্ছে। উৎসবের মরশুমে সকল যাত্রী ও পুণ্যার্থীদের একটি নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সুবিধাজনক রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানে পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

# উৎসবের উপহার এখন মিনিটেই পৌঁছে যাবে অ্যামাজন নাও-তে

**কলকাতা :** উৎসবের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে, আর শেষ মুহূর্তের কেনাকাটার তালিকাও লম্বা হচ্ছে। বাড়ি সাজানো আর ধনতেরাস পুজোর প্রস্তুতি থেকে শুরু করে দীপাবলি কার্ডস নাইট আয়োজন এবং ভাই ফোঁটার জন্য উপযুক্ত উপহার খুঁজে বের করা পর্যন্ত, অ্যামাজন নাও গ্রাহকদের উৎসবের প্রয়োজনীয় জিনিস মিনিটের মধ্যে ডেলিভার করতে সাহায্য করছে। ভারতের ১২০টিরও বেশি শহরে উপলব্ধ অ্যামাজন নাও, গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় সবকিছু তাঁদের দরজায়, ঠিক যখন তাঁদের দরকার তখনই পৌঁছে দেয়। গ্রাহকরা অ্যাক্সিস, এইচডিএফসি, আইডিএফসি, আরবিএল ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক ব্যাংক ডিসকাউন্টের সুবিধা নিতে পারেন। উদযাপন চলছে অ্যামাজন ডট ইন-এও, যেখানে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল ২০২৬ চলবে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত। এই শপিং ইভেন্ট ইতিমধ্যেই নতুন রেকর্ড গড়েছে ; ৩৯৩ কোটিরও বেশি গ্রাহক ভিজিট নিয়ে, গত বছরের তুলনায় ৫০শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ শপিং ভলিউম রেকর্ড হয়েছে, এবং গ্রাহকরা ডিল, তাৎক্ষণিক ব্যাংক ডিসকাউন্ট, ক্যাশব্যাক, অ্যামাজন পে রিওয়ার্ড, বিনামূল্যে প্রাইম ডেলিভারি এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে ২,৮০০ কোটিরও বেশি সাশ্রয় করেছেন। গ্রাহকরা অ্যামাজন নাও -কেও তাঁদের উৎসবের রুটিনের অংশ করে নিয়েছেন, যেখানে দৈনিক অর্ডার গত বছরের তুলনায় ১৮ গুণ বেড়েছে।গ্রাহকরা উদযাপনের প্রতিটি দিনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বেছে নিতে পারেনঞ্জ বাড়ি আলোকিত করতে মাটির প্রদীপ, ডিজাইনার, অখণ্ড ও মাটকি প্রদীপ, তেল বা শিখা ছাড়াই জলে জ্বলা এলইডি প্রদীপ, সুতির সলতে, পুজোর তেল ও টিলাইট মোমবাতি; ধনতেরাসের জন্য ঝাড়ু, লক্ষ্মী-গণেশ ও কুবের মূর্তি এবং গোটা ধনে; দীপাবলির সাজসজ্জার জন্য তোরণ, রঙ্গোলির রং, স্টেনসিল ও কাগজের লণ্ঠন; এবং পরিবার, বন্ধু ও ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য মিষ্টি, চকোলেট, স্ন্যাক্স ও গিফট হ্যাম্পার। গোবর্ধন পুজোর জন্য শুভ-লাভ স্টিকার ও পুজোর সামগ্রী, এবং ভাই ফোঁটার জন্য কলাওয়া ও উপহারও রয়েছে।অ্যামাজন ঞ্জন্দ্র প্রতিটি ধরনের উদযাপনের জন্য বিশেষ নির্বাচিত সামগ্রীও তৈরি করেছে। দীপাবলি কার্ড নাইটের জন্য রয়েছে প্লেয়িং কার্ডের সঙ্গে তাম্বোলা সেট, পোকার চিপ ও পার্টি প্রপস, আর যাঁরা শান্ত উদযাপন পছন্দ করেন তাঁদের জন্য রয়েছে বিস্ফোরক ক্যাপ ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য ই-পটকা, কনফেটি গান ও ঐতিহ্যবাহী খেলনা পটকা বন্দুক। উপহার দেওয়ার জন্য, গ্রাহকরা লিফাফা (নগদ খাম) এবং গিফট ব্যাগ কিনতে পারেন।

পঞ্জাব নैশনল বैঙ্ক (भारत सरकार का उपक्रम) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

এআরএমবি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের কাছে, পোঃ - বারুইপুর
কলকাতা - ৭০০ ১৪৪
ই-মেল: cs8319@pnb.bank.in

ই-নিলামের তারিখ ২৬.১১.২০২৬

**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর শর্ত সাপেক্ষে।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক / বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা প্রদত্ত সারণিতে উল্লিখিত তারিখে ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যেমন আছে যা আছে'', এবং ''যা কিছু আছে'' এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়নার পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলোর বিপরীতে নিচের সারণিতে উল্লেখিত হবে। বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ https://baanknet.com এর মাধ্যমে করা হবে, যা ওয়েব পোর্টালে (https://baanknet.com) তাদের লিঙ্কের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সুরক্ষিত সম্পদের তালিকা

| ক্রম. নং | শাখার নাম<br>হিসাবখাতের নাম<br>দেনাদার(গণ)/জামিনদার(গণ)-এর নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং | বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি র বিবরণ/মালিকের নাম<br>(সম্পত্তির বন্ধকদার (গণ) | ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ<br>খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (এর সাথে পরবর্তী অর্জিত সুদ, চার্জ, খরচ এবং যদি কোনো আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে)<br>গ) দখলের তারিখ<br>ঘ) দখলের প্রকৃতি<br>ঙ) ডিলিং অফিসিয়াল | (ক) সংরক্ষিত মূল্য<br>(খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ)<br>(গ) বিড বর্ধিত অর্থাঙ্ক<br>(ঘ) ই- নিলামের তারিখ/সময়<br>(ঙ ) যদি কোন দায়বদ্ধতা থাকে |
|---|---|---|---|---|
| ১. | শাখা: এআরএমবি দক্ষিণ ২৪ পরগনা (৮৩১৯০০)<br>মেসার্স তিরুপতি ট্রেডার্স<br>মেসার্স তিরুপতি ট্রেডার্স (স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাধেশ্যাম আগরওয়াল)<br>বারুইপুর রোড, ঘোষপাড়া, আমতলা, কলকাতা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৩৯৮<br>শ্রী রাধে শ্যাম আগরওয়াল<br>পিতা মুরারি লাল আগরওয়াল, ৬৫, টি.সি. রোড, নিউ আলিপুর এস.ও. কলকাতা, - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ<br>শ্রী অনিল আগরওয়াল (জামিনদার)<br>পিতা ফাথা চাঁদ আগরওয়াল, ৩৮এ/৪১, জ্যোতিষ রায় রোড নিউ আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ<br>শ্রীমতী আশা আগরওয়াল (জামিনদার)<br>পিতা শ্রী অনিল আগরওয়াল, ৩৮এ/৪১, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ আলিপুর কলকাতা- ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ<br>শ্রী অনিল আগরওয়াল (জামিনদার)<br>পিতা রাধেশ্যাম আগরওয়াল, ৬৫, টি.সি. রোড নিউ আলিপুর এস.ও., কলকাতা, - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ<br>শ্রী শশাঙ্ক আগরওয়াল (জামিনদার)<br>পিতা ওম প্রকাশ আগরওয়াল, ৬৫, টি.সি. রোড, নিউ আলিপুর এস.ও কলকাতা - ৭০০০৫৩, পশ্চিমবঙ্গ<br>শ্রী অনিল আগরওয়াল<br>পিতা রাধে শ্যাম আগরওয়াল, ৪৫ডি, অর্পন গ্যাং, মহাদেবী তেলের দোকান মার্কেট, আলিপুর, খিদিরপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৩<br>অ্যাকাউন্টনম্বর: ০১৩৬২৫০০৬৩৮১<br>ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি - PUNBABA40456840 | সমস্ত অবিচ্ছেদ্য অংশের জমির আয়তন ২৮৮৫ বর্গফুট ৬.৬৬৭ ডেসিমেল পরিমাপের ('বাস্তু' হিসাবে নথিভুক্ত) একটি সম্পূর্ণ ভূখণ্ড এবং তার উপর নির্মিত দ্বিতলা আবাসিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, শ্রী অনিল আগরওয়াল, পিতা শ্রী রাধেশ্যাম আগরওয়াল-এর নামে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা জেলার দক্ষিণ ২৪ পরগনা থানার বিষ্ণুপুর এলাকার অন্তর্গত আমতলা মৌজা, আজিমাবাদ পরগনা, জে. এল. নং ৭৩, তৌজি নং ৩৯৫, আর. এস. নং ১৪ ও ১৭, আর. এস. খতিয়ান নং ৩১৮, এল. আর. খতিয়ান নং ৩৩৮১, আর. এস. দাগ নং ৮৭৭, এল. আর. দাগ নং ১৮৮৫-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিতপ্রায় শ্রী রাধে শ্যাম আগরওয়ালার সম্পত্তি, যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুরের এ.ডি.এস.আর.ও-তে ২০০৬ সালের ৭০৬ নং দলিল, ১ নং বই, ১৪ নং খণ্ড, ২০৯ থেকে ২১০ পৃষ্ঠার মাধ্যমে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটির সীমানা ও সীমানা হলো - উত্তরে: বারুইপুর রোড, দক্ষিণে: ৮৭৮ নং দাগের জমি, পূর্বে: গ্রামের রাস্তা এবং পশ্চিমে: ৮৭৭ নং দাগের অংশবিশেষ। সম্পত্তিটির মালিক হলেন: শ্রী অনিল আগরওয়াল, পিতা: শ্রী রাধে শ্যাম আগরওয়াল। | ক) ২২.১২.২০২৫<br>খ) ১,৪২,১৪,৪০৩.৭৯ টাকা এবং প্রযোজ্য অতিরিক্ত সুদ ও চার্জ<br>গ) ২৫.০২.২০২৬ (প্রতীকী)<br>ঘ) প্রতীকী দখল<br>ঙ) যোগাযোগ: মেহবুব হোসেন বৈদ্য, সিনিয়র ম্যানেজার মোবাইল: ৯০৯৩০১৭৭৯৮ | ক) ১১৩.৭৮ লক্ষ টাকা<br>খ) ১১.৩৮ লক্ষ টাকা<br>গ) ১.১৪ লক্ষ টাকা<br>ঘ) ২৬.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা<br>ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে জানা নেই |

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলি ঃ-

এই বিক্রয় 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২'-এ নির্ধারিত নিয়ম ও শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্ত সাপেক্ষে হবে।

১. সম্পত্তিগুলো ''যেমন আছে যেখানে আছে'' ভিত্তিতে, ''যেমন আছে যা আছে'' ভিত্তিতে এবং ''যা কিছু আছে তার ভিত্তিতে'' বিক্রি করা হচ্ছে।
২. এতদ্বারা উল্লিখিত তফসিলে উল্লেখিত জামানতকৃত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোত্তম প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বিবৃত করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, মিথ্যা বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না।
৩. নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক https://baanknet.com ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রয়টি সম্পন্ন করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://baanknet.com এবং www.pnbindia.in দেখুন।
৫. সম্পত্তির বিপরীতে কোনো প্রকার বিধিবদ্ধ বকেয়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। যেকোনো ধরনের কর পরিশোধের জন্য ক্রেতারা এককভাবে দায়ী থাকবেন।
৬. ব্যাঙ্কের অজানা (ই-নিলামকৃত) সম্পত্তির ক্ষেত্রে, সরকার বা অন্য কারো কাছে থাকা কোনো চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনো বকেয়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা বা ব্যাংক দায়ী থাকবে না। আগ্রহী দরদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন সম্পত্তির উপর থাকা দায়, যার মধ্যে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করেন।
৭. ই-নিলাম বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী জানার জন্য, দরপত্র জমা দেওয়ার এবং ই-নিলাম কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পূর্বে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: শ্রী রাজেশ কুমার ঝা - চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং ৮৫২১২ ৫৬০২৬, শ্রী অভিজিৎ কুমার - সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল নং ৭৬২০৪ ৩৫৮১১, শ্রী মেহবুব হোসেন বৈদ্য - সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল নং: ৯০৯৩০ ১৭৭৯৮ এবং শ্রী সুবীর পাল, সিনিয়র ম্যানেজার, মোবাইল নং: ৭০০৩৭ ০৯৭১৫।

সারফেসি আইন, ২০০২-এর বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

তারিখ : ০৮.১১.২০২৬
স্থান : বারুইপুর

অনুমোদিত আধিকারিক (৮৫২১২৫৬০২৬)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ,এআরএমবি-দক্ষিণ ২৪ পরগণা